বিষেণ সিং বেদী, সুনীল গাভাস্কার, কপিল দেব, আজাহার উদ্দিন অধিনায়কত্ব হারিয়েছিলেন পাক-ভারত সিরিজে দলের খারাপ ফলাফলের পরপরই। একই দায়ভার চেপেছে সৌরভ গাঙ্গুলীর ওপরেও...

লিখেছেন **সজল জাহিদ**

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হারে কোপ পড়ে অধিনায়কের কাঁধেই

ইতিহাসের বৃত্তে বন্দি সৌরভ

'সৌরভ-ইনজামামের যেকোনো একজন চাকরি হারাতে যাচ্ছেন।' দেড় দশকের দীর্ঘ বিরতির পর ভারত গত বছর যখন পাকিস্তান সফরে গেল তখন গিলক্রিস্টের এ কথাটাই ছিল শীর্ষ আলোচনায়। কথাটা নিশ্চয়ই তখন অনেকের মনে ধরেছিল। বিস্তর আলোচনাও হয়েছিল এটা নিয়ে। অনেকে আবার এর মধ্যে আশঙ্কার বীজ খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষটায় আর তা হয়নি। সিরিজ শেষে দেখা গেল চটকদার কথার ফাঁপড়ে পড়ে বোকা বনে গেলেন গিলক্রিস্ট। কিন্তু গিলক্রিস্টের দোষ দেবার আগে মনে রাখতে হবে যে, ওটা কেবলই ব্যতিক্রমী এক সিরিজ। অসি এ উইকেটকিপারের কথা থেকে শিক্ষা নিয়েই কি না এবার পাকিস্তানের ভারত সফরের আগে কেউ আর তেমন বেফাস কোনো মন্তব্য করেননি। সবাই বুঝল ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটামোদীরা ক্রিকেটকে মাঠে রেখেই তার রস আস্বাদন করতে শিখেছে। তারপরও সিরিজ শেষ না হতেই গিলক্রিস্টীয় সে ছকে আটকা পড়লেন সৌরভ গাঙ্গুলী। শেষ দুই ওয়ানডেতে অধিনায়কত্ব করে বৃত্তের মধ্যে পড়ি মরি করেও বেঁচে গেছেন রাহুল দ্রাবিড়। ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়ের ঝাঁজ সত্যি এতোটাই! সৌরভের আগে আজহার উদ্দিন, সুনীল গাভাস্কার, কপিল দেব, শ্রীকান্ত এবং আজ যে বিষেণ সিং বেদী সৌরভের বিরুদ্ধে এতো গালভরা কথা বলছেন, তিনিও এ উত্তাপের জ্বালা ভালোই টের পেয়েছিলেন। সৌরভকে শুধু পূর্বসূরিদের পায়ের ছাপে পা ফেলে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। শুধু ভারতীয় অধিনায়করাই নন কখনো কখনো পাকিস্তানি অধিনায়করাও বুঝেছেন অধিনায়কত্বের তকমা নিয়ে প্রতিবেশী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মাঠে নামা কতটা কঠিন।

১৯৭৮ সালে তিন টেস্টের সিরিজে পাকিস্তান সফরে যান ভারতীয়রা। সেবার ১৮ বছরের ব্যবধানে পাক সফর করে বিষেণ সিং বেদীর দল। ভারতের ইতিহাসে সেরা স্পিনার বিবেচনা করা বেদী ছিলেন ওই সফরে ভারতের কান্ডারি। তিন টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে হেরে দেশে ফিরেছিলেন তিনি। দেশের মাটিতে পা দিয়েই অবসরের ঘোষণা দিয়ে কোনো রকম পিঠ বাঁচিয়ে পালান ভারতকে ২২ টেস্টে নেতৃত্ব দেয়া বেদী। যার মধ্যে মাত্র ছয়টিতে জয় আছে বেদীর ঘরে। পাকিস্তানে সিরিজের শেষ টেস্টে যেভাবে বেদীর দল হারে তা কারো ভুলে যাওয়ার কথা নয়। পঞ্চম দিনের খেলা তখন ৩০ মিনিট বাকি। এই আধ ঘন্টার সঙ্গে ম্যান্ডেকটরি ওভার যোগ করে মোট ২৪ দশমিক পাঁচ ওভারে ১৬৪ রান তুলে জয় নিশ্চিত করে পাকিস্তান। হারার পাশাপাশি বেদী বুঝে গেলেন দেশে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে। সমালোচনার তীরে নিজের বুক বিদ্ধ করার আগেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় নিয়ে বাঁচলেন আজকের এতো সরব কণ্ঠ বনে যাওয়া বেদী। চাকরি হারানোর আগেই তা ছেড়ে দিয়ে কোনো রকম মান রক্ষা করলেন তিনি। বেদীর আগে-পরেও এমন ঘটনার উদাহরণ আছে বেশ। পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে নেমে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারাতেই দলে কান্ডারির আসন হারাতে হয়েছে। কোনো কোনো অধিনায়কের আবার দল থেকে বাদ পড়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে।

কিন্তু শুধু ভারত কেন টেস্ট ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানের খেতাব জেতা সুনীল গাভাস্কারের শরীরও যখন একই কাদায় মাখামাখি, তখন সৌরভ বেচারার আর দোষ কি! সৌরভ যদিও ভারতকে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের মাটিতে টেস্ট আর ওয়ানডে সিরিজ জিতিয়ে এনেছেন। তবে তার ওপর তিনি যখন বাঙালি তখন এতো দিন টিকে থাকাই যেন বেশি ঠেকে। একাধিকবার অধিনায়কত্ব পাওয়া এবং হারানো সুনীল গাভাস্কার প্রথম দফায় অধিনায়কত্ব হারান '৮২-৮৩ মৌসুমে পাকিস্তান সফরের পর। সেবার পাকিস্তান থেকে নাস্তানাবুদ হয়ে ফেরেন সুনীলরা। ছয় টেস্টের তিনটিতে হেরে ঘরে ফেরেন রাম-লক্ষ্মণের দেশের ছেলেরা। বিপক্ষ দলের অধিনায়ক ইমরান যখন বল-ব্যাটে আগুন ঝরাচ্ছিলেন, তখন সুনীল ছিলেন দর্শক মাত্র। এর দামও তাকে দিতে হয় দেশে ফিরে অধিনায়কত্ব হারিয়ে। পরের সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজগামী দলের অধিনায়ক করা হয় কপিল দেবকে। তবে এই পরিবর্তনের মাধ্যমে কপিলের সঙ্গে অধিনায়কত্ব হারানো এবং তা ফিরে পাওয়ার নতুন এক খেলায় মেতে ওঠেন সুনীল। '৮৩ সালের বিশ্বকাপের ঠিক আগের সিরিজে একরকম জুয়াই খেলে ফেলল ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। সে জুয়ায় ২-০ ব্যবধানে হারলেও বিশ্বকাপ জয়ের উপাদানও এল সেখান থেকেই, কপিলের হাত ধরেই।

বিশ্বকাপ জয়ের পর তিনি যখন দেশে রীতিমতো বীরের আসন পেয়ে গেছেন তখন আবারও ব্যর্থতার কোপ পড়ে কপিলের কাঁধে। এবারের ব্যর্থতাও অবশ্যই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। বোধগম্য কারণেই অন্য কোনো দলের বিপক্ষে হারকে ভারতীয়রা যত বড় বর্থতা মনে করে পাকিস্তানের কাছে হারে ব্যর্থতার শূন্যতা তৈরি হয় আরও বেশি। সে কারণেই দেশের মাটিতে তিন টেস্টের সিরিজ শূন্য-শূন্য ড্র করায় অধিনায়কত্ব হারাতে হলো কপিলকে। সেটা মুহূর্তেই চলে যায় গাভাস্কারের হাতে। কিন্তু আবারও কপিলের দলনেতার পদ ফেরত পেতে বেগ পেতে হয়নি। অধিনায়কত্ব বদলানোর জন্য যখন পাকিস্তানের বিপক্ষে একটা ব্যর্থতাই যথেষ্ট, সে অবস্থায় আবারও ব্যর্থ হলেন সুনীল। '৮৪-৮৫ মৌসুমে পাকিস্তানে জহির

আব্বাসের দুর্বল দলের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজ নিষ্ফলাই থাকল। তাতে নির্বাচকদের ধারালো ছুরি চলল সুনীলের অধিনায়কত্বের ওপর। ভারতের ইতিহাসে সেরা দল নিয়েও এই ব্যর্থতার দায়েই আবারও অধিনায়কত্বের আর্ম ব্যান্ড কপিলের বাহুতে প্রতিস্থাপিত হলো।

কপিল দেব-গাভাস্কার নাটকের শেষ হলো দৃশ্যপটে ভেং সরকারের উপস্থিতির মাধ্যমে। সেখানেও পাকিস্তানের বিপক্ষে আরেক ব্যর্থতার কাহিনী পুঞ্জীভূত। '৮৬-৮৭ মৌসুমে পাকিস্তানের কাছে প্রথমবারের মতো দেশের মাটিতে হারল কপিলের দল। পাঁচ টেস্টের সিরিজ নিষ্পত্তি হলো শেষ ম্যাচে ইমরানদের ১৬ রানের জয়ে। অবধারিতভাবেই কাপ্তানির ভূমিকা থেকে ছুঁড়ে ফেলা হলো কপিলকে। ৩৪ টেস্টে দলকে নেতৃত্ব দেয়ার ইনিংসও শেষ হলো এর মাধ্যমে। দলে তখন তার বিকল্প কোনো বোলার থাকলে দল থেকেও বাদ পড়তেন সন্দেহ নেই। দায়িত্ব পেলেন ভেং সরকার। দেশের মাটিতে পরবর্তী সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১-১ ব্যবধান নিয়ে নিজেকে স্থায়ীও করলেন ভেং সরকার। আশির দশকের শেষবার ভারত যখন পাকিস্তান সফরে গেল তখন ভারতীয় দলের অধিনায়ক শ্রীকান্ত। চার টেস্টের ওই সিরিজও শেষ হলো শূন্য-শূন্য অবস্থায়। সে সময় ভারতীয় দলের শক্তির বিবেচনায় ভালো ফলাফলই বলতে হবে। তার পরও অধিনায়কত্ব ধরে রাখতে পারলেন না শ্রীকান্ত। তার পরিবর্তে দায়িত্ব পেলেন হায়দ্রাবাদের ছেলে আজহার উদ্দিন।

এর আগে দু'দলের প্রথম মোকাবেলায় ভারতীয় দলের অধিনায়ক লালা অমরনাথ তার অধিনায়কত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে। কিন্তু '৫৪-৫৫ মৌসুমে মানকডও টিকতে পারেননি। পাঁচ টেস্টের সিরিজ ০-০তে ড্র করতে হয়েছিল তাকে। পরবর্তী সিরিজেই দায়িত্ব পেয়ে যান গোলাম মোহাম্মদ। এই হিসাবের মধ্যে ব্যতিক্রম কেবল কনট্রাক্টর। '৬০-৬১ মৌসুমের সিরিজেও পাঁচ টেস্টের সব কটিতে ড্র করেও বেঁচে যান কনট্রাক্টর।

আজাহার উদ্দিন তখনো ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে সেরা অধিনায়ক। ওয়াসিম আকরামের পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই টেস্টের শেষটিতে হারার আগে জেতেন প্রথমটি। ১-১ সিরিজের ফলাফল। কিন্তু ওই সিরিজের শেষবেলায় তিনি হেরে গেলেন কলকাতায় আরেকটি টেস্ট। সেটি ছিল এশিয়ান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের গ্রুপ পর্যায়ের একটা ম্যাচ। ওই হারই গলার কাঁটা হয়ে গেল আজহারের

এ পর্যন্ত ভারত যে কয়টা টেস্ট জিতেছে তার এক-চতুর্থাংশ সৌরভের আমলে এলেও তাকে ছুঁড়ে ফেলতে এক মুহূর্তও ভাবতে হচ্ছে না। কারণ, পাকিস্তানের বিপক্ষে দেশের মাটিতেই তো জিততে পারলেন না তিনি। অন্য সব সাফল্য তো এই ব্যর্থতার স্রোতে ভেসে গেছে

জন্য। এর আগেও একবার অধিনায়কত্ব হারিয়ে তা আবার ফিরে পেলেও এবার আর তাকে বাঁচাতে পারলো না কেউ। ফেব্রুয়ারিতে এই হারের পরের সফরে অস্ট্রেলিয়ায় তার পরিবর্তে অধিনায়ক হয়ে গেলেন শচীন টেন্ডুলকার। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে সেরা অধিনায়কের খেতাব জয়ের পরও আজহার চলে গেলেন ভিলেনের আসনে। অন্ধকারের সে গহ্বরে আজ সৌরভ চন্ডিদাস গাঙ্গুলী। আজহারকে টপকে ভারতের সেরা অধিনায়কত্বের তকমা নিজের গায়ে লাগালেও সেটাই কেবল সার হয়ে থাকল কলকাতা বাবুর জন্য।

সৌরভের ক্ষেত্রে অবশ্য শুধু পাকিস্তানের বিপক্ষে ভালো করতে না পারাকেই একমাত্র কারণ বলা হচ্ছে না। কিন্তু এটাই তো প্রধান কারণ। ক্রিকেটের সামান্যতম খোঁজ-খবর যারা রাখেন তাদের সবাই জানেন সে কথা। এর আগেও বহুবার ব্যাটে এমন রান-খরা গেছে সৌরভের। তবে যেহেতু দল তখন সাফল্যের মধ্যেই ছিল। সুতরাং সমালোচকদের আঁচড় তার গাঁয়ে দাগ কাটতে পারেনি। এবার নিজের ব্যাটে রান না থাকার পাশাপাশি দল যখন ব্যর্থ; সেই ব্যর্থতা আবার যখন পাকিস্তানের বিপক্ষে, তখন তিনিও চলে গেলেন বেদী, গাভাস্কার, কপিল, শ্রীকান্ত, আজহারদের কাতারে। হোক না তিনি সাফল্যের বিবেচনায় ভারতীয় অধিনায়কদের সবার চেয়ে এগিয়ে। তার পতন তো হলো পাকিস্তানের বিপক্ষেই। জায়গা হারানোয় এটাই যথেষ্ঠ। দৃশ্যত সৌরভ এই ব্যর্থতার জন্যে তার চাকরি হারাননি। কিন্তু এটাই মূল কারণ।

শুধু ভারতীয় অধিনায়করাই যে চাকরি হারিয়েছেন তা নয়। তবে এটাও ঠিক, ভারতীয়রা যেভাবে ব্যর্থতার দায় অধিনায়কদের ওপর চাপিয়েছেন তেমনটা হয়নি পাকিস্তানের ক্ষেত্রে। তারপরও আসিফ ইকবাল আছেন অধিনায়কত্ব হারানোর এই তালিকায়। '৭৯-৮০ মৌসুমে ভারতের বিপক্ষে নেতৃত্ব দিতে এসে বিপদে পড়েন আসিফ ইকবাল। ছয় টেস্টের দুটিতে হেরে পরের সিরিজে বাদ পড়েন তিনি। দেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জাভেদ মিয়াঁদাদের নামের পাশে অধিনায়কত্বের 'সি' মার্কটি বসে। তাছাড়া পাকিস্তান দলের আর কোনো অধিনায়ক ভারতের বিপক্ষে খারাপ করার দায়ে চাকরি হারাননি। যদিও হওয়ার কথা ছিল উল্টো। কারণ পাকিস্তানের অধিনায়কত্বের চেয়ারটি ইতিমধ্যেই 'মিউজিক্যাল চেয়ারে'র খেতাব পেয়ে গেছে।

এ পর্যন্ত ভারত যে কয়টা টেস্ট জিতেছে তার এক-চতুর্থাংশ সৌরভের আমলে এলেও তাকে ছুঁড়ে ফেলতে এক মুহূর্তও ভাবতে হচ্ছে না। কারণ, পাকিস্তানের বিপক্ষে দেশের মাটিতেই তো জিততে পারলেন না তিনি। অন্য সব সাফল্য তো এই ব্যর্থতার স্রোতে ভেসে গেছে। সৌরভকে যে দল থেকে একেবারেই ছেঁটে ফেলা হয়েছে তেমন কথা কেউ বলছেন না। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টিতে তার ফিরে আসার সুযোগ অনেক কম। কোচ জন রাইট আর দলে নেই, যিনি সব সময়ই সৌরভকে সমর্থন করেছেন। অন্যদিকে তার সমালোচকদের সংখ্যাও বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। সুতরাং দলে ফিরলেও টেস্ট দলে জায়গা পেতে তাকে ভালোই কাঠ খড় পোড়াতে হবে। যদি সাদা পোশাক পরে ভারতীয় দলের হয়ে আর অধিনায়কত্ব করতে না পারেন তবে একটা হিসাবের ক্ষেত্রে কিন্তু দারুণ অন্তঃমিল থেকে যাবে। আজহার উদ্দিন এবং তার আগে সুনীল গাভাস্কার ছিলেন ভারতের সেরা অধিনায়ক। অন্তত ম্যাচ জয়ের দিক দিয়ে। আজহার দেশকে ১৪টি টেস্ট জয়ের সুবাস পাইয়ে দিতে পেরেছেন। তার আগে সুনীল গাভাস্কার ৯টি টেস্ট জিতেয়েছিলেন এই অবস্থানে। অবশ্য তাদের মধ্যে বড় মিল হলো তারা দু'জনেই দেশকে ৪৭টি টেস্টে নেতৃত্ব দেন। অবাক করা মিল হলো সৌরভও এ পর্যন্ত ৪৭টি টেস্টেই দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনজনই দলকে সমানসংখ্যক ৪৭টি করে টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তিনটি সময়ে তারা ইতিহাসের সেরা অধিনায়কের খেতাব পান। যদিও অন্য সবাইকে পেছনে ফেলে সৌরভের পাশে জয়ের সংখ্যা ১৯টি। এ বিবেচনায় কিন্তু '৪৭' সংখ্যাটা অপয়াই হয়ে থাকল।